গঠনতন্ত্র

বাংলাদেশ মার্শাল আর্ট কনফেডারেশন

* প্রস্তাবনা

১ম ভাগ * গঠনতন্ত্রের নাম করণ, প্রতীক, পতাকা, পরিচ্ছদ

২য় ভাগ * মূলনীতি

৩য় ভাগ * নির্বাহী বিভাগ

১ম পরিচ্ছদ - সভাপতি ও সহ-সভাপতি

২য় পরিচ্ছদ- কার্যকরী পরিষদ

৪র্থ ভাগ * ১। নীতি মালা

২। নীতি প্রণয়ন ও অর্থ সংক্রান্ত পদ্ধতি

৫ম ভাগ * নির্বাচন

৬ষ্ঠ ভাগ * হিসাব রক্ষণ

৭ম ভাগ * নিয়োগ ও কর্মের শর্তাবলী

৮ম ভাগ * গঠনতন্ত্র সংশোধন।

বাংলাদেশ মার্শাল আর্ট কনফেডারেশন - এর প্রয়োজনীয়তা, যৌক্তিকতা ও প্রস্তবনা।

বাংলাদেশেই মার্শাল আর্টের জন্ম। ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, রাজা সুগন্ধ্যার তৃতীয় পুত্র বধির ধর্ম চীন সম্রাটের আমন্ত্রণে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে চীন দেশে গমন করেন। তিনি মার্শাল আর্ট-এ দক্ষ ছিলে বিধায় ঐস্থানে মার্শাল আর্ট প্রশিক্ষণ দেন । কিন্তু আমাদের প্রচার বিমুখতার জন্য এর জন্য এর কোন প্রসারই হয়নি। শত সহস্র বছর ধরে এই ক্রীড়া প্রচার প্রসার ও বিকাশের লক্ষ্য বাংলাদেশ মার্শাল আর্ট কনফেডারেশন গঠন করা হয়েছে। এ কনফেডারেশনের অন্তর্ভূক্ত থাকবে জুজিৎসু, কারাতে, তাইকেন্ডু, জুডো, কুংফু, উশু, কিক বক্সিং শক্তি মত্তা, অস্ত্র চালনা, আত্মরক্ষা মূলক কলা, ইত্যাদি।

গঠনতন্ত্রের নাম করণ ও কার্যাবলীঃ

১। এই সংস্থার নাম হবে *"বাংলাদেশ মার্শাল আর্ট কনফেডারেশন"* ।

২। এই সংস্থার কেন্দ্রীয় কার্যালয় ঢাকায় অবস্থিত থাকবে এবং সারা দেশে এর স্বীকৃত ক্লাব, সমিতি, ও জেলা ক্রীড়া সংস্থা ইত্যাদি আওতাভুক্ত থাকবে।

৩। মার্শাল আর্ট-এর প্রদর্শন, ও প্রচারের ব্যবস্থা করা।

৪। জাতীয় ভাবে এবং আন্তর্জাতিক মার্শাল আর্ট ক্রীড়া প্রতিযোগিতা করা।

৫। সাধারণ শিক্ষার অংশ হিসাবে মার্শাল আর্ট ক্রীড়াকে প্রসারিত করা।

৬। মার্শাল আর্টের প্রতি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকে উদ্বুদ্ধ করা ।

৭। মার্শাল আর্ট সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান গুলির প্রতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি করা।

৮। মার্শাল আর্ট এর ক্ষেত্রে নিয়মিত সম্মেলন ও আলোচনা সভার আয়োজন করা।

৯। মার্শাল আর্ট ক্রীড়াকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নত করা।

১০। ক্রীড়াবিদদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দান।

১১। জেলা, থানা ও ইউনিয়ন- এ এই ক্রীড়া প্রসার।

১২। বেতার ও টিভির মত প্রচার মাধ্যম গুলিতে এই ক্রীড়ার উপযোগিতা তুলে ধরা ও সম্পসারণ।

প্রতীক (সীল মোহর সহ)

পতাকা

পরিচ্ছিদ

২য় ভাগ

মূল নীতি

১। মার্শাল আর্ট ক্রীড়ার প্রচার, প্রসার ও বিকাশ ঘটানো।

২। জনসাধারণকে আত্মরক্ষার কৌশল শিখানো, আত্মবিশ্বাসী করে গড়ে উঠানো এবং সুস্বাস্থ্যের অধিকারী করা।

৩। আনন্দ দান ও ক্রীড়া বন্ধুত্ব সুলভ আচরণ শেখানো ও বিনোদন

৪। উচ্চ নৈতিকতা সম্পন্ন নাগরিক গড়ে তোলা।

৩য় ভাগ

নির্বাহী বিভাগ

সভাপতি ঃ ১। বাংলাদেশের নাগরিক যে কোন লোক সভাপতি হতে পারেন।

২। বাংলাদেশ মার্শাল আর্ট কনফেডারেশনের একজন সভাপতি থাকবেন। যিনি এক কালীন ন্যূনতম ২০,০০,০০০/-(বিশ লক্ষ) টাকা প্রদান করবেন।

৩। যদি একাধিক ব্যক্তিত্ব সভাপতি হবার ইচ্ছা পোষন করেন তাহলে আগ্রহী ব্যক্তি বর্গের মধ্যে যিনি সর্বোচ্চ অর্থ দান করবেন তিনিই বাঃ মাঃ আঃ কঃ সভাপতি হবেন।

৪। নির্বাহী কমিটি সংখ্যা গরিষ্ঠ সদস্যদের মতামতের উপর অনুমোদন যদি সমান সংখ্যক পক্ষে বিপক্ষে সদস্য হন তবে তিনি Custing Vote দিতে পারবেন।

৫। নির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্তকে তিনি অনুমোদন দেবেন।

সহ-সভপতি ঃ ১। বাঃ মাঃ কঃ -এ তিন জন সহ-সভাপতি থাকবেন। যাদের মধ্যে দুই জন অর্থ প্রদান করে সহ-সভাপতির স্থান গ্রহণ করবেন। তারা এককালীন নূন্যতম ১,০০,০০০/-(এক লক্ষ) টাকা প্রদান করবেন।

২। যদি একাধিক ব্যক্তি সহ-সভাপতি হবার ইচ্ছা পোষন করেন তা হলে আগ্রহী ব্যক্তি বর্গের মধ্যে যিনি সর্বোচ্চ অর্থ প্রদান করবেন- তিনিই বাঃ মাঃ আঃ কঃ সহ-সভাপতি হবেন।

৩। সহ-সভাপতি তৃতীয় জন বাংলাদেশ ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক নিয়োগ প্রাপ্ত হবেন, এবং তার কোন ভোটিং Power থাকবে না।

৪। সভাপতির অনুপস্থিতিতে সহ-সভাপতি সভায় সভাপতিত্ব করবেন।

৫। সভাপতির অনুপস্থিতিতে সহ-সভাপতি গনের মধ্যে যে কোন একজন সাধারণ সভায় সভাপতি হিসাবে সভা পরিচালনা করবেন।

৬। সভাপতি কার্যকারী পরিষদের সভায় সভাপতিত্ব করবেন অথবা তিনি ঐ সকল সভায় সহ-সভাপতি অথবা কার্যকর পরিষদের যে কোন সদস্যকে সভাপতি করতে নির্দেশ প্রদান করতে পারেন।

৭। বাংলাদেশের নাগরিক যে কেউই বাংলাদেশ মার্শাল আর্ট কনফেডারেশনের সহ-সভাপতি হতে পারবেন।

৮। সহ-সভাপতি তৃতীয় জন বাংলাদেশ ক্রীড়া পরিষদের থেকে কনফেডারেশনের পছন্দ মত নেয়া হবে।

সভাপতি ও সহ-সভাপতি হবার যোগ্যতাঃ

১। কোন ব্যক্তি সভাপতি অথবা সহ-সভাপতি যোগ্যতা হবেন না, যদি তিনি

ক) পয়ত্রিশ বৎসরের কম বয়স্ক হন।

সভাপতি ও সহভাপতিঃ পদের মেয়াদ

১। এই গঠন তন্ত্রের বিধানাবলীর সাপেক্ষে সভাপতি এবং সহ-সভাপতি কার্যভার গ্রহনের তারিখ হতে চার বছর মেয়াদে তার পদে অধিষ্ঠিত থাকবেন। অর্থাৎ অলিম্পিক ক্রীড়ার পরবর্তী বাংলাদেশ গেমস্ হতে পরবর্তী অলিম্পিক ক্রীড়া উত্তর বাংলাদেশ গেমস্ পর্যন্ত।

২। সহ-সভাপতির উদ্দেশ্যে স্বাক্ষর যুক্ত পত্র যোগে সভাপতি এবং সভাপতির উদ্দেশ্য স্বাক্ষর যুক্ত পত্র যোগে সহ সভাপতি স্বীয় পদত্যাগ করতে পারবেন।

সভাপতি ও সহ-সভাতিরঃ অভিশংসন

১। এই গঠনতন্ত্রের লঙ্ঘন বা গুরতর অসদাচরনের অভিযোগে সভাপতিকে বা সহ সভাপতিকে অভিশংসিত করা যেতে পারবে, এর জনা নির্বাহী পরিষদের মোট সদস্য সংখ্যার অন্যূন দুই তৃতীয়াংশের স্বাক্ষরে অনুরূপ অভিযোগের লিপিবদ্ধ করে ক্রীড়া পরিষদে প্রেরণ করে হবে।

২। অভিযোগ-বিবেচনার পর মোট সদস্য সংখ্যার অন্যূন তিন চতুর্থাংশ ভোটে অভিযোগ যথার্থ বলে ঘোষনা করে সাধারণ সভায় কোন প্রস্তাব গ্রহণ করলে প্রস্তাব গৃহীত হবার তারিখ হতে সভাপতির পদ শূন্য হবে।

৩য় ভাগ

২য় পরিচ্ছদ

নির্বাহী পরিষদ

সাধারণ সম্পাদক

১। কার্যকারী পরিষদের সদস্যগণ চার বছর মেয়াদে নির্বাচিত হবেন। এবং এই সময় পর্যন্ত স্বীয় পদে বহাল থাকবেন।

বাঃ মাঃ কঃ নির্বাহী ক্ষমতা

১। বাঃ মাঃ কঃ নির্বাহী কর্তৃত্ব সাধারণ সম্পাদকের উপর ন্যাস্ত হবে এবং গঠনতন্ত্র অনুযায়ী নির্বাচিত হবেন।

সাধারণ সম্পাদক ও অন্যান্য সম্পাদক পরিষদ

১। বাঃ মাঃ কঃ কার্যক্রম চালানোর জন্য গঠনতন্ত্র অনুযায়ী একজন সাধারণ সম্পাদক এবং বিভিন্ন ক্রীড়ার এক জন সম্পাদক ও একজন সহকারী সম্পাদক নির্বাচিত হবেন।

২। যে সংগঠক সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের আস্থাভাজন বলে সভাপতির নিকট প্রতীয়মান হবেন। তাকে সাধারণ সম্পাদক হিসাবে নিয়োগ করা হবে।

৩। সংগঠকদের মধ্য হতে অনুরূপ সদস্য নিবাচিত হবার যোগ্য ব্যক্তিগনের মধ্য হতে সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদক নিয়োগ করবেন।

৪। সম্পাদক গণ পরবর্তী নির্বাচন পর্যন্ত স্বীয় পদে বহাল থাকবেন।

৫। সভাপতি সভায় সভাপতিত্ব করবেন বা সহ-সভাপতি অথবা তাদেরঅনুপস্থিতিতে যে কোন সদস্য সভাপতিত্ব করতে পারবেন।

৬। সভাপতির উদ্দেশ্যে স্বাক্ষর যুক্ত পত্র যোগে কোন সম্পাদক পদত্যাগ করতে পারবেন।

সাধারণ সদস্য

১। প্রতি জেলা থেকে একজন করে প্রতিনিধি সদস্য হিসাবে প্রতিনিধিত্ব করতে পারবেন।

২। ঐ সংস্হাকে বাংলাদেশ মার্শাল আর্ট কনফেডারেশনকে বার্ষিক ১০০০/- টাকা চাঁদা দিতে হবে।

সহ-সম্পাদকঃ

১। যে কেউই বাংলাদেশ মার্শাল আর্ট কনফেডারেশন এর সম্পাদক ও সহ-সম্পাদক হতে পারবেন।

২। ঐ সম্পাদক ও সহ-সম্পদককে বাংলাদেশ মার্শাল আর্ট কনফেডারেশনকে ৩০০০০/- টাকা চাঁদা দিতে হবে।

৩য় ভাগ

২য় পরিচ্ছদ

কার্যকারী পরিষদ

কার্যকারী পরিষদ প্রতিষ্ঠা ঃ ১। সাধারণ সম্পাদকরে নেতৃত্বে কার্যকারী পরিষদ নামে বাঃ মাঃ কঃ একটি পরিষদ থাকবে এবং সংগঠনের গঠনতন্ত্রের বিধান বলীর সাপেক্ষে নীতি-নির্ধারণ, প্রণয়ন-ক্ষমতা কার্যকরী পরিষদের উপর ন্যস্ত হবে।

২। প্রতিটি জেলা জেলা ক্রীড়া সংস্থা, সামরিক বাহিনী, বিমান বাহিনী, নৌ-বাহিনী, বি,ডি,আর, পুলিশ,মহাগরী ক্রীড়া সংস্থা, আনসার, বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ, শিক্ষা বোর্ড, বিজে এমসি, বি,টি, এম,সি, বি আর টি কাষ্টমমস্ , বিমান প্রভৃতি সংস্থার একজন করে ও মহানগরী ক্রীড়া সংস্থা দ্বারা পাঁজ করে প্রতিনিধি নিয়ে প্রতক্ষ্য নির্বাচনের মাধ্যমে আইনানুযায়ী ৩০ জন নির্বাচিত

সদস্য নিয়ে এই কার্যকারী পরিষদ গঠিত হবে।

সাধারণ সম্পাদক হবার যোগ্যতা ঃ ১। কোন ব্যক্তি বাংলাদেশের নাগরিক হলে এবং তার বয়স পয়ত্রিশ বছর পূর্ন হলে।

২। ৫০,০০০/- টাকা প্রদান করলে।

৩। অলিম্পিক ক্রীড়ায় স্বীকৃত ক্রীড়া কালো বন্ধনী (Black Belt) প্রাপ্ত তৃতীয় ড্যান।

নির্বাহী পরিষদে নির্বাচিত হবার যোগ্যতা

১। কোন ব্যক্তি বাংলাদেশের নাগরিক হলে এবং তার বয়স পঁচিশ বৎসর পূর্ণ হলে এই অনুচ্ছদের (৫) দফায় বর্ণিত বিধান সাপেক্ষে তিনি নির্বাহী পরিষদে নিবাচিত হবার এবং নির্বাহী পরিষদে থাকবার যোগ্য হবেন।

২। নির্বাহী পরিষদের নির্বাচিত সদস্যগন নির্বাচিত হবার প্রাক্কালে ১০ হাজার টাকা এই বাঃ মাঃ কঃ দান করবেন।

৩। নির্বাহী পরিষদের নির্বাচিত সদস্যগন (সম্পাদক ও সহ-সম্পাদকগন) স্ব স্ব খেলায় কালোবন্ধন ধারী Black Belt হবেন।

৪। কোন ব্যক্তি বাঃ মাঃ কঃ নির্বাচিত হবার এবং বাঃ মাঃ কঃ সদস্য থাকবার যোগ্য হবেন না। যদি

(ক) কোন উপযুক্ত আদালত তাঁকে অপ্রকৃতিস্থ বলে ঘোষনা করেন।

নির্বাহী পরিষদের সদস্য ঃ ১। কোন বাঃ মাঃ কঃ নির্বাহী পরিষদের আসন শূন্য হবে, যদি

(ক) বাঃ মাঃ কঃ নির্বাহী পরিষদের অনুমতি অনুমতি নানিয়ে তিনি একাদিক্রমে তিনটি মাসিক নির্বাহী সভায় অনুপস্থিত থাকেন।

খ) পদত্যাগ করলে।

নির্বাহী পরিষদের সভা ঃ ১। বিজ্ঞপ্তির দ্বারা সভাপতি বাঃ মাঃ কঃ নির্বাহী পরিষদের সভার আহবান স্থগিত, ভঙ্গ করবেন এবং

আহবান কালে সভাপতি সভার সময় ও স্থান নির্ধারণ করলেন, শর্ত থাকবে যে প্রতি মাসে একটি নির্বাহী পরিষদের অন্ততঃ একটি সভা হবে এবং বার্ষিক একটি সাধারণ সভা হবে।

কার্যপ্রণালী বিধি কোরাম প্রভৃতি ঃ ১। নির্বাহী পরিষদের
ক) এক তৃতীয়াংশ নির্বাহী পরিষদের সদস্যদের উপস্থিতিতে সভা শুরু হবে।

নির্বাহী পরিষদের স্থায়ী কমিটি সমূহ ঃ ১। সাধারণ সদস্যদের মধ্য হতে সদস্য নিয়ে নিম্ন লিখিত স্থায়ী কমিটি সমূহ নিয়োগ করবেন।
ক) হিসাব কমিটি
খ) টেকনিক্যাল কমিটি
গ) বিচারক কমিটি
ঘ) কম্পিউটার নিয়ন্ত্রক ও তথ্য সন্নিবেশ ও পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক কমিটি।

নির্বাহী পরিষদের অফিস ঃ ১। নির্বাহী পরিষদের নিজেস্ব অফিস থাকবে।
২। নির্বাহী পরিষদ কর্মচারীদের নিয়োগ ও কর্মের শর্ত সমূহ নির্ধারণ করতে পারবেন।

গঠনতন্ত্রের নীতিমালা পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা যাবে। নির্বাহী পরিষদের তিন চতুর্থাংশ সদস্যের ঐক্যমতে এই পরিবর্তন পরিবর্ধনের কাজ সম্পন্ন করবেন।

নির্বাহী পরিষদঃ

১। সভাপতি

২। সহ-সভাপতি

সহ-সভাপতি

সহ-সভাপতি

সাধারণ সম্পাদক

সম্পাদক জুডো

" তাইকেন্ডু

" জুজিৎসু

" কুংফু

" কিক বক্সিং

" উশু

" কারাতে

" শক্তিমত্তা প্রদর্শনি

" কিউকিসিন কাই

সহ-সম্পাদক জুডো

" তাইকেন্ডু

" জুজিৎসু

" কুংফু

" কিক বক্সিং

" উশু

" কারাতে

" শক্তিমত্তা প্রদর্শনি

" কিউকিসিন কাই

কোষাধ্যক্ষ

সহকারী কোষাধ্যক্ষ

সদস্য/সদস্যা

৫ ম ভাগ

নির্বাচন

নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক নির্বাহী পরিষদ প্রতিষ্ঠা

ঃ ১। নির্বাহী পরিষদের সদস্য নির্বাচনের স্বার্থে পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট একটি নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক নির্বাহী পরিষদ গঠন করা হবে।

ক) এই নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক নির্বাহী পরিষদ সদস্য বিশিষ্ট হবেন।

খ) তাদের মধ্যে সভাপতি একজন, সহ-সভাপতি একজন , সাধারণ সম্পাদক একজন, কাষাধ্যক্ষ একজন ও সদস্য (বিচার বিভাগ থেকে)একজন থাকবেন।

গ) তারা বাঃ মাঃ কঃ এর নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে পারবেন না।

ঘ) এই নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক নির্বাহী পরিষদ ৩০ দিন ব্যাপী স্থায়ী হবে।

ঙ) কোন সদস্য (এই নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক নির্বাহী পরিষদের) সভাপতিকে উদ্দেশ্য করে স্বাক্ষর যুক্ত পত্র যোগে স্বীয় পদত্যাগ করতে পারবেন।

নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক নির্বাহী পরিষদের দায়িত্ব

ক) ভোটার তালিকা প্রণয়ন

ঃ ২। (ক)নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক নির্বাহী পরিষদ প্রতিষ্ঠার ২১দিনের মাথায় নির্বাচন হবে।

২২ তম দিনে ফলাফল ঘোষনা।

খ) ৩০ তম দিনে ক্ষমতা হস্তান্তর।

ঘ) নির্বাচন অনুষ্ঠান পরিচালনা করা

গ) সংবাদ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে
রেডিও এবং টিভিতে প্রচার

ভোটার তালিকায় নাম ভুক্তির যোগ্যতা ঃ

১। পূর্ব বর্ণিত জেলা ক্রীড়া সংস্থা,মহানগরীর ক্রীড়া সংস্থার সংরক্ষিত ৫ জন সরকারী, আধাসরকারী ও স্বায়ীত্ব শাসিত সংস্থা সমূহগণ একটি ভোটাধিকার পাবেন।

২। কোন সংস্থার ভোটাধিকার যোগ্য হবেন যদি তিনি

ক) এক বছর জাতীয় ক্রীড়ায় অংশ গ্রহণ করেন।

খ) প্রতিবছর ১০০০ (এক হাজার) টাকা দিয়ে নিবন্ধিত হন।

নির্বাচন অনুষ্ঠানের সময় ঃ

১। নির্বাহী পরিষদের মেয়াদ অবসনের কারনে উক্ত পদগুলি শূন্য হলে মেয়াদ-সমাপ্তির তারিখের ৩০ দিনের মধ্য শুন্য পদ পুরনের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

২। মৃত্যু, পদত্যাগ বা অপসারনের ফলে সাধারণ সম্পাদকের পদ শুন্য হবার পর তা পূর্ণ করবার জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

--------o--------

৮ম ভাগ

গঠন তন্ত্র সংশোধন

গঠন তন্ত্র সংশোধনের ক্ষমতা

ঃ ১। এই গঠন তন্ত্র যা বলা হয়েছে তা সত্বেও

ক) নির্বাহী পরিষদের আইন দ্বারা এই গঠন তন্ত্রের কোন বিধান সংযোজন, পরিবর্তন, প্রতিস্থাপন বা রহিত করনের দ্বারা সংশোধিত হতে পারবে।

তবে শর্ত থাকে যে-

অ) অনুরূপ সংশোধনীর জন্য আনীত কোন নীতি এই সম্পূর্ন শিরনামায় গঠন তন্ত্রের কোন বিধান সংশোধন করা হবে বলে সুষ্ঠুরূপে উল্লেখ না থাকলে নীতি মালা বিবেচনার জন্য গ্রহণ করা যাবেনা।

আ) সাধারণ ভোটাধিকারী সদস্যদের মোট সংখ্যার অনূন্য দুই তৃতীয়াংশ ভোটে গৃহীত না হলে অনুরূপ কোন নীতিমালা সভাপতির নিকট উপস্থিত হবে না।

খ) উপরি উক্ত উপায়ে কোন প্রস্তাব গৃহীত হবার পর সম্মতির জন্য সভাপতি ঐ সভায়ই অথবা ৭ দিনের মধ্য প্রস্তাবে সম্মতি দান করলে এবং তিনি তা করতে অসমর্থ হলে উক্ত মেয়াদের শর্তে অবসনে তিনি প্রস্তাবটিতে সম্মতি দান করেছেন বলে গন্য হবেন।

--------o--------